দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষামন্ত্রী

রাজনীতির ক্রীড়নক না হয়ে দক্ষ নাগরিক গড়ার কাজে মন দিন

তথ্য বিবরণী

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুক বলেছেন, শিক্ষক সংগঠনের নামে কিছু অশিক্ষক ও চেনামুখ রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণকামী নয় তারাই নানা রকম ২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষামন্ত্রী

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বিভ্রান্তির ধূম্রজাল তৈরীর কসরত করছে। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষক সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে এ সকল অপপ্রয়াস রুখে দিবে। মন্ত্রী গতকাল (বৃহস্পতিবার) জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে জাতীয় শিক্ষক সমিতি ঐক্যজোট আয়োজিত শিক্ষা ভবন প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য র‍্যালিপূর্ব এক সমাবেশে একথা বলেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন, শিল্প উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত চার বছরে শিক্ষকদের দাবী আদায়ে রাজপথে নামতে হয়নি। শিক্ষকদরদী সরকার শিক্ষকদের অনেক সুযোগ-সুবিধা চাওয়ার পূর্বেই নিশ্চিত করেছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিক্ষকদের সর্বপ্রথম জাতীয় বেতন স্কেল অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বেগম জিয়ার সরকার শিক্ষকদের কল্যাণভাতা, অবসরভাতা, উৎসবভাতাসহ নানাবিধ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পেশাগত মর্যাদা সমুন্নত করেছে।

মন্ত্রী বলেন, এখন জাতিকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার সংগ্রামের নেতৃত্ব শিক্ষক সমাজের হাতে। তিনি শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির ক্রীড়নক না হয়ে শিক্ষার স্বার্থে দক্ষ ও পারদর্শী নাগরিক গড়ার কাজে মনোনিবেশের আহ্বান জানান।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, বিগত সরকারের আমলে শিক্ষক সমাজ যে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন তা বর্তমান সরকারের সময়ে হতে হয়নি। শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, শহীদ জিয়া যেমনি শিক্ষকদরদী ছিলেন বেগম জিয়াও তেমনি শিক্ষা হিতৈষী।

শিল্প উপমন্ত্রী বলেন, শিক্ষক সংগঠন কোন সিবিএ সংগঠন নয়। পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে সকল শিক্ষক আজ ঐক্যবদ্ধ। তিনি শিক্ষক সমিতি ঐক্যজোটকে শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতি ঐক্যজোটের সভাপতি প্রিন্সিপাল মোঃ সেলিম ভুঁইয়া, সহ-সভাপতি সি এম মাহমুদ, মহাসচিব মতিউর রহমান গাজ্জালী, মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাওলানা এম. এম. লতিফ, প্রিন্সিপাল সমিতির মহাসচিব সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, কারিগরি শিক্ষক সমিতির সভাপতি লুৎফুন্নেছা শিরিন, মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন, কর্মচারী ফেডারেশনের মহাসচিব শফিকুল আলম প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শিক্ষা ভবন থেকে শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এসে শেষ হয়।